I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে আষাঢ় ১৪২২ ১৫ই জুলাই ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

গঙ্গা সংস্কারে প্রশাসনের গড়িমসি অনেকদিনের

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে সবুজদ্বীপ লাগোয়া পশ্চিমদিকের হেঁজে মজে যাওয়া জলাধারটির আগের চেহারা ফিরিয়ে আনতে জঙ্গিপুর ব্রিক ওনার্স এসোসিয়েশন থেকে বছর দুয়েক আগে মহকুমা শাসকের কাছে একটা লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। উপযুক্ত রয়্যালিটি দিয়ে নিজেদের খরচে মাটি কেটে নেবার। এর ফলে অকেজো হয়ে যাওয়া টুটি গঙ্গার জলধারা আবার আগের মতো এলাকার মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশাসনের মধ্যে কোন ধরনের সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়নি। সম্প্রতি ঐ হেঁজে মজে যাওয়া নালার মাটি কেটে দেয়ায় ঐ এলাকার নর্দমার নোংরা জল সব এসে ভাগীরথীতে পড়ছে। ম্যানমেড নালার নোংরা

(শেষ পাতায়)

মুমূর্ষু আত্মীয়কে রক্ত দিতে গিয়ে সুপারের নির্দেশে হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুমূর্ষু আত্মীয়কে সংকটজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়লেন। খবর, ১০ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামের রাজু মণ্ডল তাঁর এক আত্মীয়কে রক্ত দিতে যান হাসপাতালে। সেখানে অপেক্ষারত এক পুলিশ অফিসারের কাছে সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল রাজুকে দেখিয়ে নাকি তার বিরুদ্ধে রক্ত কেনা-বেচার অভিযোগ আনেন। পুলিশ কোন অনুসন্ধান না করেই রাজুকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনা হাসপাতাল চত্বরের সবাইকে অবাক করে। শেষে রাতে বণ্ডে সই করে

(শেষ পাতায়)

রুটে অটো নামানো নিয়ে নয়া হুজ্জৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা হতে জঙ্গিপুর পারে তেঘরী মহালদারপাড়া রুটে ১৩৯ টি অটো চালু থাকলেও এদের নাকি করো বৈধ পারমিট নেই। ইউনিয়নকে নিয়মমত চাঁদা দেয়া সত্বেও নেতারা এই নিয়ে কোন মাথা ঘামায় না। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল ও সিপিএমের কিছু মস্তান ঐ রুটে প্রথমে ৪টি অটো নামাতে গিয়ে পুলিশের কাছে বাধা পায়।

(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে নতুন সংযোজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফরের প্রথম দিন ৩০ জুন জেলার হাসপাতালগুলোতে বিভিন্ন ইউনিটের উদ্বোধন করেন রিমোটে। জঙ্গিপুর হাসপাতালেও দুটি ইউনিট আই.টি.ইউ এবং এইচ.ডি.ইউ উদ্বোধন হয়। এই সব ইউনিটে জটিল অপারেশনের ব্যবস্থা থাকবে। সে ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি আসার পূর্বে গত ৪ জুলাই রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে একটা টিম জঙ্গিপুর হাসপাতাল পর্যবেক্ষণ করেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় কোথায় কি অসুবিধা ঘুরে দেখেন।

রাজ্যস্তরের খো খো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির গোবর্দ্ধনডাঙ্গা, দস্তুরহাট হাইস্কুলে ৬,৭,৮ জুলাই তিনদিন ধরে রাজ্যস্তরের খো খো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ১৬টি জেলা থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিযোগী অংশ নেন। প্রথম শিলিগুড়ি, দ্বিতীয় বর্ধমান ও তৃতীয় স্থান পায় হুগলী। বিজিতদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জঙ্গিপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক পঙ্কজকুমার পাল।

দোতলা বাড়ি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ বিক্রি আছে।
৮৪৩৬৩৩০৯০৭
০৩৪৮৩/২৬৬২২৮

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আষাঢ়, বুধবার, ১৪২২

।। ঈদ উৎসব ।।

সারা ইসলামী দুনিয়ায় আগামী শনিবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে। এই উৎসব আনন্দের উৎসব : যে আনন্দ মানুষ নিজে পাইবে এবং অপরকে দান করিবে। বস্তুত ইহা অপরকে আনন্দ দান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করিবার এক অতি সমূহ অনুষ্ঠান। এই জন্য প্রয়োজন সকলকে আপন করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি। ভাবিতে হইবে 'কেহ নহে নহে দূর'। আর্য ঋষির 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' যে উদাত্ত আহ্বান, তাহা সকলকে আপনবোধেই উদবুদ্ধ হইয়া আহ্বান। কবি গাহিলেন--'শুনহ মানুষ ভাই,/ সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।' ইহাও ত সর্বমানবে প্রেমদানের কথা !

'ফিতর' এর অর্থ দান। 'ঈদ-উল-ফিতর'--ইহার অর্থ দানের আনন্দ। কী দান ? প্রেম-ভালবাসা দান এবং তাহা সকলকেই। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, ধার্মিক-অধার্মিক, সর্বশ্রেণীর মানুষকে সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা প্রদান করিয়া আনন্দ দিতে হইবে। তাহার দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই খুশিতে ভরপুর হইবে। এই দিনটি আনন্দ উৎসবের, সকলকে বুকে টানিয়া প্রীতি বিনিময়ের হইলেও সার্বজনীন ও সর্বজনীন অদ্যাপি হয় নাই। এখনও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়া সুন্নির মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা অব্যাহত গতিতে চলে। 'ফিতর' বা দান--দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান এখন বিনয়-মমতাপূত নহে ! এক আল্লাহুতায়লা ছাড়া অন্য সকলেই তাঁহার বান্দা--এই বোধ খুব কম পরিলক্ষিত হয়। কট্টর মৌলবাদিতা ইসলাম ধর্মের মূল সুরকে অনেকাংশে বিনষ্ট করিতেছে। অবশ্য সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদিতা উক্ত ধর্মসমূহকে মলিন করিয়া দিতেছে। সাধারণ মানুষের মনে পাপের ভয় থাকায় প্রতিবাদের স্বর কঠোর ও একমুখী হয় না ; তাহার ফলে স্বার্থসিদ্ধি সহজেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা পৃথিবীব্যাপী শান্তিকামী মানুষের শান্তি কাড়িয়া লইতেছে ; নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাইতেছে ; আর তৎসঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূর্ণ করিতেছে। শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ না দেখিলে প্রতিকারের জন্য অগ্রণী ভুমিকা লইতেছে না ; মুখের স্তোতবাক্যে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে।

পবিত্র ঈদ উৎসবে সকলের মঙ্গল হউক এই আন্তরিক শুভ কামনা। সর্বধর্মের মানুষের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রয়াস বিজ্ঞাপিত হউক--এই কামনা করিতেছি।

মুকুলে শুকোবে মূল

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আজ ১৫ই জুলাই বুধবার। ভেসে আসা কোলকাতিয়া খবর যদি মিথ্যা না হয়, সামনের ২১শে জুলাই তৃণমূলের 'শহিদ দিবস' আক্ষরিক অর্থে তাদের গায়ে না লেগে যায়। সেদিন নাকি মুকুল রায় ধামাকা উপহার দেবেন রাজ্যবাসীকে। দীর্ঘদিন ঢাক্ গুড় গুড়-র পরে এবার পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে দাদা স্বয়ং দিদির বিরুদ্ধে ফ্রি স্টাইল কুস্তিতে নামবেন। মুর্শিদাবাদেও অধীরের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে একঝাঁক কর্মী দাদার সঙ্গে চলে যেতে প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে যা জানা যাচ্ছে তাতে বর্তমান রাজ্য সরকারের জনা তিনেক মন্ত্রীসহ প্রচুর পঞ্চায়েত প্রধান, গোটা চারেক জেলা পরিষদ, সাধারণ পঞ্চায়েত সদস্য, বেশ কিছু এম. এল.এ, বেশকিছু পৌরসভা এবং ৪-৫জন সাংসদও নাকি আসছেন এবং বিভিন্ন জেলায় কেউ স্বয়ং জেলা কমিটিতে, কেউ বা সংসদীয় রাজনীতির হাল ধরেও নিয়েছেন। প্রতিটি জেলায় শুধু নয়, কিছু ক্ষেত্রে বুথস্তরে তালিকা তৈরী হয়ে গেছে কমিটিতে কারা থাকবেন। বিজেপি ও কংগ্রেস থেকেও পা বাড়িয়ে রয়েছেন কিছু নেতানেত্রী। তবে মুকুল বাবু মমতার সঙ্গে থাকার সময় যেমন সব দল ভাঙ্গিয়ে ঐ দলকে ধান্দাবাজ গিরগিটিপন্থী ক্রিমিনালদের আস্তাকুঁড়ে পরিণত করেছেন, তা তিনি নিজের ক্ষেত্রে করবেন না। এমনও শোনা যাচ্ছে, বিধান রায়ের অতুল্য ঘোষের আমলের মত লেজিস্‌লেচার বা ভোটের রাজনীতি দেখবে একদল নেতাকর্মী এবং তারা সংগঠনটাই করে যাবে, আর একদল ভোটে দাঁড়াবে এরকম দ্বিমাত্রিক স্তরও বামেদের মত নাকি ছকে নেওয়া হয়েছে। এতে গোষ্ঠিবাজী ঠেকানো যাবে, যে এলো তাকেই দলে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেবার ব্যাপারটাও কর্মীদেরকে আতঙ্কিত করবেনা। টেনশন ফ্রী হয়ে তারা রাজনীতি করবে। ফসল ভাগ করে নেবে সকলেই। পারিবারিক নয়, সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা চলবে। নিপাট ভদ্রলোক পঙ্কজ ব্যানার্জী হচ্ছেন সভাপতি। চমক আরো আছে। যে পরিমাণ ধ্বস্ নামছে তৃণমূলে তাতে দার্জিলিং এর ধ্বস কিছু না। মুসলীমরা, যারা সব ব্যাপারেই খুবই "ধর্ম" সচেতন, তারা কি করে বছরের পর বছর ধর্মের মধ্যে নোংরা রাজনীতিকে ইফতারের নামে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন বোঝা যায় না। মুকুলের সে পাতা পড়া আছে। তাই সংখ্যালঘু-রাজনীতিই তিনি শুরু করছেন যাতে তৃণমূলের নাক থেকে অক্সিজেনটা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। হতভাগা হিংসুটে ছত্রখান হিন্দুকে নিয়ে কেউ ভাবেনা, মুকুলও না। সম্ভবতঃ মমতার দল ও অন্যান্য জাতপাত তোষণকারী দলগুলোকে এবং অবশ্যই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজকে আরো চাপে রাখবেন মুকুল সামনের দিনগুলোয়। আর তাতে এ পোড়া রাজ্যের ক্ষতি বই লাভ নেই। এটা বোধহয় ঠিক হয়েই গেল, ২০১৬তে সিদিকুল্লা-ত্বোহা-রেজ্জাকের আবদার রাখতে একটা নতুন হাঁসজারুর মহাজোটে একজন সংখ্যালঘু মুখ্যমন্ত্রী উপহার দেবে যা মেনোফেস্টোতে থাকতে পারে। আর সবটাই নাকি হচ্ছে মোদীর সঙ্গে কথা বলে। কোমড়ে দড়ি পড়ানোর মুখ তিনি তারই নোড়া দিয়ে ভেঙ্গে দেবেন, আবার চুক্তিমতো রাজ্যসভায় সমর্থনও পাবেন। রাজ্য বিজেপি যে কাঠের ঘোড়া তা ওরা জেনে গেছেন।

ঈদ-উল-ফিৎর(Eid-ul-Fitre)

আব্দুর রাকিব

আরবি 'ঈদ' শব্দের অর্থ উৎসব (festival) । আর 'ফিৎর' হল ভঙ্গ করা (to break)। ঈদ-উল-ফিৎর হবে রোজা বা উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করার উৎসব (The festival of fast-breaking)।

তাই আগে রোজা, পরে ঈদ। রোজা যদি হয় পরীক্ষা, তবে ঈদ হবে পরীক্ষার পাশের পুরস্কার। 'রমজান' আরবি হিজারি (চন্দ্র) বর্ষের একটি মাস, যা পুরোপুরি রোজার জন্য নির্দিষ্ট। আর রমজান-পরবর্ত্তি 'সাওয়ান' মাসের ১ম দিনটিই ঈদের দিন। উৎসবের এ দিন নির্ধারণ যথেষ্ট তাৎপর্যময় ও ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ।

রমজান মাসে পবিত্র কুরআনের কিছু বাণী প্রথম অবতীর্ণ হয় (যা চলতে থাকে ২৩ বছর ধরে)। তাই রমজানও একটি পবিত্র মাস। আল-কুরআন আবার ইসলামিবিধানেরও মূল উৎস। সেখানেই বলা হচ্ছে : 'যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে (২ : ১৮৫)। কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী, রোজা তাই সুস্থ-সক্ষম প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অতি অবশ্য পালনীয় (obligatory) ব্রত বা কর্তব্য।

রোজা মানে স্রেফ পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়, সর্বমাত্রিক সংযম। পরিশ্রুত জীবন-যাপনের যাপন-পদ্ধতির এক প্রতীকী নমুনা। মাস-ব্যাপী রোজার প্রতিটি শুরু হয়, শেষ রাতে পূব আকাশে ঊষার আলো পরিস্ফুট হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত থেকে ; আর দিনভর চলে তা শেষ হয় সেদিনের সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই। এ সময়-সীমার উভয়-প্রান্তে, শুরুর আগে ও শেষের পরে রয়েছে পানাহারের নির্দেশ। রোজা শুরুর আগে, শেষ রাতের পানাহারকে বলে 'সাহরি'। 'সাহরি' রোজাদারকে সুস্থ ও সচল রাখতে সাহায্য করে (জ্বালানি তেল যেমন যানকে সচল করে রাখে। রাত-শেষের পানাহারও কিন্তু কুরআনি নির্দেশ বলা হয়েছে : আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কৃষ্ণরেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয় ('And eat and drink until the white thread of Dawn appear to you distinct from the black thread') (২ :১৮৭)। কুরআনের মতে 'সাহরি' বড় প্রাচুর্যময়। আর দিনশেষের রোজা ভঙ্গ করার, সান্ধ্য পানাহারকে বলে 'ইফতার'। আনুভূতিক দিক দিয়ে ইফতার-কেও ঈদ বলা হয়। কেননা ঈদ যে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে, সাময়িকভাবে ইফতারও উপবাস-ক্লিষ্ট মনে আনন্দের অনুভূতি জাগায়।

রোজা নিয়ে এত কথা বলার কারণ, রোজা ও ঈদ পরস্পরের অঙ্গ ও অনুষঙ্গ, দুয়ে মিলে এক অবিভাজ্য সংস্কৃতি। ঈদ আসে রোজা-ব্রতের সমাপ্তি ঘোষণা করে, মুক্তির খুশির খবর নিয়ে, সংযম-সাধনার উত্তরণ অভিজ্ঞান বিলি করতে। তাই যেখানে রোজা নেই সেখানে ঈদও নেই--রোজা ঈদের পূর্ব শর্ত। সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সচল ও সক্ষম হওয়া সত্বেও রমজানে যে রোজা রাখে না,

(পরের পাতায়)

ভোজন-বিলাস

শীলভদ্র সান্যাল

বাঙালি কি তবে খেতে ভুলে গেল ? খাবার টেবিলে না-না ! আর দেবেন না ! প্লিজ ! --এ-ছাড়া তো কথা নেই। এ কি শুধু কার্টসি, না কি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কড়াকড়ি ? দু'টোই হ'তে পারে। নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়ে আদেখ্‌লার মত হাঁউ হাঁউ ক'রে আজকাল আবার কেউ খায় নাকি ? আগেকার দিনে অতিভোজন ছিল গৌরবের বিষয়। এখন সেটা দস্তুর মত অ-ভদ্রতা। আবার দ্বিতীয় কারণটাও হ'তে পারে। স্বাস্থ্যবিধি। আজকাল তো ঘরে ঘরে প্রেসার, সুগার, থাইরয়েড, কোলেস্টরলের মৌরুসিপাট্টা। এ-সব হল বড়লোকি রোগ ? আজীবন ট্যাবলেট গেলো। প্রতিমাসে মনিটারিং করো। ঈশ্বর কৃপাময় ! এ-সব উৎপাত ছিল ব'লেই না ফার্মেসিগুলোও এমন রমরমিয়ে চলছে ! কারও প্রেসার নেই, সুগার নেই, অথবা একবারও স্ট্রোক হয়নি শুনলে, লোকেরা অবাক হ'য়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকায়। এ বেটা ভদ্দরলোক তো ! দু'বার চেন্নাই, তিনবার ভেলোর ঘুরে না এলে কেউ ভি-আই-পি লেবেলে ওঠেনা। যদিও সুগারের খবরদারি রুখতে, ভোরবেলা সব ধামসিয়ে হাঁটছে। পরনে বারমুণ্ডা। পায়ে কেড্‌স। সে কি সর্দার সুলভ হাঁটা ! আর ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ! যেন পাশ দিয়ে একটা স্টীম ইঞ্জিন চ'লে গেল। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ, কমাও খ্যাটন। বাড়াও হাঁটন। তবে না সুগার পোষ মানবে। এ-সব বড়লোকি ব্যাপার স্যাপার চাষাভুষোদের কাবু করতে পারেনা। সারাদিন মোষের মত খাটে, ছুটির শাক দিয়ে মোটাচালের ভাত খায় আর রাতের বেলা ভোঁস-ভোঁস ক'রে ঘুমায়। দিব্যি আছে ওরা।

দিব্যি ছিল আমাদের বাপ-ঠাকুরদারাও। না ছিল সুগার। না প্রেসার। টেনশন ফ্রী-লাইফ। চণ্ডি মণ্ডপে চুটিয়ে আড্ডা মারতো। হুঁকো টানতো। হো-হো ক'রে হাসতো এবং--এবং অবশ্যই খেতে জানতো। সব্‌জির বাজারে হাইব্রীড, ডি-ডি-পি, ইউরিয়ার প্রকোপ ছিল না। কার্বাইটের পাকামি ছিল না। ভোজ্যদ্রব্যে-ভেজাল ছিল না। তাই দেহ-যন্ত্রের কলকব্জাগুলোও ছিল যথেষ্ট পাকাপোক্ত। লোহা খেয়ে হজম করতে পারতো। খোলা-মাঠে প্রাণখুলে প্রাতঃকৃত্যের সার সাজিয়ে দিয়ে আসতো। নিমের দাঁতন করতো। দাঁত দিয়ে চেঁড়ে তুলতো তিন মণ ওজন। রোগের চোদ্দগুষ্টি খিড়কির দরজা দিয়ে হাওয়া।

নিমন্ত্রণ-বাড়িতে তাদের খাওয়া ছিল দেখার মত। মাঝারি মাপের এক বালতি মাংস, পাহাড়ের চূড়োর মত ভাত, দু'হাঁড়ি দই, সত্তর আশিটা রসগোল্লা নিমেষে হাপিস। এতখানি মাল পেটের ভেতর চালান ক'রে দিব্যি তড়বড়িয়ে ঢেঁকুর তুলে বাড়ি ফিরত।

খাওয়ার মেনুতেও তখন আর এখনকার মধ্যে কত ফারাক ! পালোয়ানি হাতের পাঞ্জার মত লুচি, ছেঁচ্‌রা, কাঁটালের ঝাল, ছোলার ডাল, আলু-ফুলকপির তরকারি, বোঁটা শুদ্ধ বেগুন ভাজা, খেজুর দিয়ে টমেটোর চাটনি। পোলাও হলে সঙ্গে মাছ অথবা মাংস। অথবা দু'টোই। শেষে দই-মিষ্টি-বোঁদের ঢালাও বন্দোবস্ত। মেঝেতে সার-সার শাল পাতা। মাটির ভাঁড়ে জল। বাড়িতে ভিয়েন বসিয়ে রসগোল্লা বোঁদের ধোঁয়া-তোলা গন্ধে সারা পাড়া মাত। আহা ! হাতের রান্না ছিল বটে ধ্বজা-কটা ঠাকুরের ! রন্ধন শিল্পে যেন শঙ্কর জয়কিষণ, আজও ওদের নাম লোকের মুখে-মুখে ফেরে। তখনকার কালে, পরিবেশন-পদ্ধতি নিয়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে গেল : হাঁ-হাঁ দেয়ং / হুঁ-হুঁ দেয়ং / দেয়ং শিরশ্চালনে / হস্ত সঞ্চালনে দেয়ং / ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।

অর্থাৎ, ভোজনরত ব্যক্তি পরিবেশনকারীকে যদি চক্ষু লজ্জায় হাঁ-হাঁ ক'রে বাধা দেয়, তাহলেও তার পাতে সু-খাদ্য দিতে হবে। হুঁ-হুঁ বললেও তাই। মুখ-ভর্তি অবস্থায় কথা বলতে না পারায় মাথা নেড়ে মানা করলেও তাই। শুধু দুই হাতে পাতা আগলে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লে আর দেওয়া চলবে না।

আর এখন ? বাড়তি দু'টো রসগোল্লা চাইলে ওপাশের ভোজনরত লোকটা আপনার দিকে দু'বার তাকাবে। খাওয়াও মেঝে থেকে টেবিলে প্রমোশন পেয়েছে। শালপাতার জায়গায় থার্মোকলের খালা-বাটি-গেলাস। টেবিলের একপাশে সুদৃশ্য ফুলদানি। ফুলদানিতে অবশ্য আসল নয়, নকল ফুল। ওপরে ঝুলছে নীলাভ বাল্‌ব্‌। সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে নরম-মায়াবী আলো। সি-ডি মারফৎ হালকা সুরের মূর্ছনা। কেমন একটা নেশাধরানো রোমান্টিক পরিবেশ। যে জীবনে কোনও দিন গান গায়নি, তারও মনটা গুনগুনিয়ে উঠবে। এগুলোই এখন ক্যাটারিং সিস্টেমে দস্তুর। নো ঝামেলা। নো টেনশন। পয়সা ফেকো। তামাশা দেখো। চটকদার ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত গৃহকর্তা হাসিমুখে সকলকে আপ্যায়ন করছেন। সুদৃশ্য ইউনিফর্ম-পরা টিম-মেম্বাররা আপনার টেবিলে পৌঁছে যাচ্ছে নানারকম সুখাদ্য নিয়ে। ওদের পেটেন্ট হাসি দেখেই আপনার দিলখুশ। ফিফ্‌টি পার্সেন্ট উদরপূর্তি ওখানেই। বাকিটা টেবিলে। অর্থাৎ সবমিলিয়ে খাওয়াটা এখন উপলক্ষ। খানা-পিনার চেয়ে ভানটাই বড়। না হলে স্টাটাস থাকে না। তার ওপর আপনার পাকস্থলিটা আবার গ্যাস-অম্বল-আমাশার ডিপো। পকেটে জিনট্যাক্‌-জেলুসিল। খাওয়া তাই নাম মাত্র। তবু খেতে যখন গেছি, তার শুলুক-সন্ধান তো একটু-আধটু নিতেই হয়। প্রথমেই মেনুকার্ড। চপ্‌ স্যালাড্‌ নান্‌ ফিসফ্রাই, চিকেন পকোড়া, ইদ্‌লি, রাধাবল্লভি, আলুরদম, পোলাও, কলার পাতায় মোড়া ভাপা-ইলিশ (অথবা পাবদা মাছ), মটন। শেষপাতে চাটনি, আইসক্রীম। দাঁত-খোঁটা সহ মশলা। খাওয়ার শেষে ন্যাপকিন। সাবানজল। আপনাকে যেমন টুকটাক খেতে হবে, তেমনি খাওয়ার এটিকেটটাও জানতে হবে। ক্যাটারার মুখে হাসি ঝুলিয়ে নিয়মমাফিক জিজ্ঞেস করবে, স্যার ! আর একটু দেই ? আপনাকে হাইপ্রোফাইল ব্যক্তির ঢঙে বলতে হবে, 'নো। থ্যাংক্‌স।' অথবা, 'না ! ভাই ! আমার কন্‌ট্রোলড্‌ ডায়েট।' তবেই না আপনার পার্সোনালিটি ঠিক্‌রে বেরবে !

ক্যাটারিং এর আরও আধুনিক সংস্করণ বুঁফে সিস্টেম। বড় বড় শহরে এখন এটাই দস্তুর। সার-সার টেবিলে সব সুখাদ্য সাজানো। আপনার পরিতৃপ্তির প্রতীক্ষায়। ইচ্ছে মত ডিশে তুলে নিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খান। চ্যাট করুন। হাতের বদলে কাঁটা-চামচের টুংটাং। বাঙালির ভোজন-বিলাসে এখন পরিবর্তনের হাওয়া। এতটাই যে, সেকালের কথা আজ গল্পের মত মনে হয়। এই যেমন আমার দাদু। জোয়ান বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে পদ্ম-পাতার মত চুরাশীখানা কচুরি আধঘণ্টায় সাফ। সকাল হতেই বাড়িতে উদ্বিগ্ন বন্ধুদের উকি-ঝুঁকি।

--জেঠু ! ভুটু কেমন আছে ?

--কেন বাবা ! কী হয়েছে ?

ঘটনার বিবরণ শুনে দাদুর পিতৃদেব মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তো কাল সন্ধ্যেয় জোড়া ইলিশ কিনে নিয়ে এসে ছিলুম'। ও তো দিব্যি মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল। এখনও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

ঈদ-উল-ফিতর

.....(২ পাতার পর)

তার জীবনে কখনও ঈদ আসে না। রমজান-শেষের সান্ধ্য (পশ্চিম) আকাশে, বাঁকা খেজু পাতার মতো, সাওয়ালের একফালি চাঁদের ঝিলিক দেখা মাত্র, একজন রোজাদারের সমগ্র চৈতন্য জুড়ে পুলকানুভূতির যে শিহরণ শুরু হয় ভাষার সসীমতায় তার প্রতিবর্ণন সম্ভব নয়। কেননা, এ অনুভূতি পার্থিব আনন্দের প্রতিক্রিয়া নয়, অপার্থিব একটা-কিছু প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন উচ্ছ্বাস। এ অনুভূতি, থেকে থেকে চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়। ডালে টোকা দিলে শিউলি যেমন টুপটাপ ঝড়ে পড়ে, প্রীতি বিনিময়ের পারস্পরিক ছোঁয়ায় এ- ও তেমনি অশ্রু হয়ে নেমে আসে চোখের পাপড়ি বেয়ে।

সোনার সঙ্গে সোহাগা যেমন, তেমনি ঈদের সঙ্গে বাড়তি সংযোগ থাকে সম্মিলিত নামাজ ও দানখয়রাতের। নামাজ ছাড়া ইসলামে কোনও উৎসব বা অনুষ্ঠান কল্পনা করা যায় না। ঈদের ঐক্যবদ্ধ নামাজ মসজিদে সম্পন্ন হতে পারে বটে, তবে বাড়তি আনন্দ প্রাপ্তির জন্য, এ নামাজ পড়া হয় খোলা আকাশতলে, কোনও খোলা মেলা মাঠে, প্রকৃতি-নগ্ন হয়ে, যাকে বলে 'ঈদ-গাহ'। বাড়ি থেকে ঈদ-গাহ যাত্রা আপাত দৃষ্টিতে এক বৈচিত্র্যময় বর্ণময় শোভাযাত্রা, আসলে কিন্তু এ এক শব্দহীন আত্মিক অভিসার, যখন সংযম-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বাসী মনে উদ্বেলিত হয় তার স্রষ্টা, প্রভু ও প্রতিপালকের বিরামহীন স্তুতি প্রশংসা যখন প্রভুর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় তার মাথা নুয়ে আসে।

ঈদ-উৎসবের সামাজিকীকরণের সেরা মাধ্যম হল দান, যা 'ফিৎর'--এর অন্য এক মাত্রা। এটি তাই দানের উৎসব (The festival of charity) নামেও পরিচিত। এ পরব উপলক্ষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য (আর্থিক সংস্থান থাকলে) কমবেশি দু কিলো খাদ্যশস্য বা তার অর্থমূল্য গরিব-দুঃখীর মধ্যে বিলি করতে হয়, যেন কেউই ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু এইবাহ্য। আসল দান হল অহমিকা বা অস্মিতা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কবি নজরুলের একটি গানে যা চির-বাঙ্ময়, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ। তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।'

গঙ্গা সংস্কারে প্রশাসন.....(১ পাতার পর)

জলে লোকে স্নান করতে বা জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এতদিন শুধু সদরঘাট এলাকার মানুষের যে সমস্যা ছিল, পুরসভা ঐ খালের দক্ষিণ মুখ কাটিয়ে সকলের সমস্যা করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। এলাকার অনেকের কথা---প্রায় এক কিলোমিটার টুটি গঙ্গার ঐ খাল সংস্কার হলে বহমান জলে মাছ চাষের বিশাল সম্ভাবনা আছে। খড়খড়িকে যেমন একদল সুবিধাবাদী ভোগ করছে, তেমনি ঐ টুটি গঙ্গার নালায় চাষাবাদে 'রফা' করে ভোগ করছে নেতাদের কিছু পেটোয়া লোক। এ সব অনুসন্ধানের দায়িত্ব কাদের ?

মুমূর্ষু আত্মীয়কে .....(১ পাতার পর)

রাজুকে জামিন করানো হয়। অন্যদিকে খবর, সুপার নানা দুর্নীতিতে বর্তমানে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। অনেকদিন আগে বদলির অর্ডার আসা সত্বেও এখানকার মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। নার্সিংহোমে দালাদি, বেনামে হাসপাতালে ওষুধ সাপ্লায় এই ধরনের বহু অভিযোগ উঠছে সুপারের বিরুদ্ধে। আরও খবর, সুপারের স্ত্রী রঘুনাথগঞ্জ গার্লসের একজন শিক্ষিকা। স্ত্রীর সুবিধার জন্য তিনি হাসপাতাল কোয়াটারে পর্যন্ত থাকেন না।

রুটে অটো নামানো.....(১ পাতার পর)

পরবর্ত্তীতে ৯ জুলাই পুলিশের মদত নিয়ে পুনরায় তারা ৩০টি অটো ঐ রুটে নামায়। এই ঘটনায় ১৩৯ জন পুরোনো আটো মালিক ঐ দিন সম্মতিনগরে কয়েকটি নতুন অটোকে বাধা দেন। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে চলে যায়। কয়কেটি অটোর কাঁচ ভাঙচুর হয়। দু'পক্ষই পুলিশে অভিযোগ করে। বর্তমানে লাইনে সব অটো বন্ধ। ২/৪টি সম্মতিনগর পর্যন্ত চলছে বলে খবর। যে কোন সময় বড় ধরনের অশান্তি ঘটতে পারে বলে অনেকে আশংকা করছে। আরও খবর, ঐ অবৈধ রুটে জোড় পূর্বক অটো নামিয়ে তথাকথিত নেতা ও মস্তানরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে। এর আগে জঙ্গিপুর---সেকেন্দ্রা রুটে অটো নামাতে গিয়েও তৃণমূলের যুবনেতাকে গাড়ী পিছু ৮০/৯০ হাজার টাকা দিতে হয় বলে খবর।

পাত্র চাই

শো সাহা ২২/৫'৪" ফর্সা সুন্দরী B.Sc (Hons)।
সরকারী চাকুরি কর্মরত পাত্র কাম্য।
মো ঃ ৯৬৪৭১৫১৭০২

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

কবির আরও কাজ

হরিলাল দাস

'রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি শুধু কাব্যের মারফতে পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হননি, নিজে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্যের ভার নিয়েছিলেন।' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

বিদ্যা এবং শিক্ষা---এই কথা দুটি কিন্তু সমার্থক নয়। 'বিদ্যা আহরণের বস্তু, শিক্ষা আচরণের বিষয়। এই সহজ কথাটি আমরা জানি, কিন্তু মান্য করিনা---পালন করি না। কেন ? সে বিষয় আলোচনা করতে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রচলিত শিক্ষাধারা ইতিহাসে নজর দিতেই হয়।

ইংরেজ এদেশে ক্ষমতায় এসে দেশীয় শিক্ষায় উদাসীন থাকে নি---কিছু বিবেচনার পরে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করে। এখানে মেকলে সাহেবের কথা বলতেই হবে। ১৮৩৪ সালে তিনি এদেশে আসেন। বিদেশী পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু এদেশীয়দের প্রতি তাঁর সমীহভাব ছিল না। কিছু ইরোপীয়ান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন প্রাচ্যবিদ ভারতবন্ধু। কিন্তু মেকলে সাহেবেরা মনে করতেন তাঁদের দেশের লাইব্রেরির একটি মাত্র আলমারিতে যত জ্ঞান আছে এদেশের সমগ্র সাহিত্যে তা নেই। এই মনোভাব নিয়ে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করতে মেকলে সাহেব সুপারিশ করেন এবং সেই সুপারিশের-Minutes-এর ভিত্তিতেই বিট্রিশ সরকার ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ সিদ্ধান্ত করেন, ভারতীয় নেটিভদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রসারে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রর্বতন। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত হয়–for the purpose of education would be employed on English education alone-শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সমস্ত টাকা একমাত্র ইংরেজি শিক্ষাতেই খরচ করা হবে। ভেবে দেখুন ! কেন একদল এদেশীয় চাকরি লাভের জন্যে ইংরেজি শিক্ষাকে আঁকরে ধরছেন। বর্তমানে সেই মোহ বেরেছেই-- তাই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা হোক আর নাই হোক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত। তা হোক, কিন্তু মাতৃভাষাকে অবহেলা করে কেন ? ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্কুল পালানো ছাত্রের এই ইস্কুল। তার রকম সকমের একটু পরিচয় জানা যাক।

রবীন্দ্র পর্যবেক্ষণ।। ছাত্রছাত্রীর ব্যাকরণ শেখানো হয়, কিন্তু তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে। মাষ্টার বক্তা, ছাত্রছাত্রীরা নীরব শ্রোতা, গুছিয়ে কথা বলতে শেখে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্যে সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেন। সাহিত্যসভা শুনে চমকাবার কিছু নেই। গুরুগম্ভীর ব্যাপার নয়। সহিত থেকে সাহিত্য---একের সহিত অপরের ভাবের আদান প্রদান ভাষার মাধ্যমে। ভূগোল শেখানো কেমন---'আমরা ভূগোলের পাঠ মুখস্ত করাই, কিন্তু তার নিজের জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিত করি, তার নিজের চতুষ্পার্শ্বকেই সে চেনে না। সে অঞ্চলে কোন্ ঋতুতে কি জিনিষ জন্মায় তার স্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে হচ্ছে না। কিন্তু অন্য মহাদেশে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার খবর মুখস্থ। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যখন ছাত্রেরা রাজরাজরার কাহিনী কণ্ঠস্থ করে তখন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিয়ে গিয়েছেন পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে। ছেলেরা স্বচক্ষে দেখেছে গ্রামবাসীদের বাসগৃহ, তাদের দরিদ্র জীবনযাপন। দেশের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের দৈনন্দিন কাজের ভার পালন ছিল তাদের কর্তব্য। নিজেদের খেলাধূলার ব্যবস্থা তো করেছেই, এমন কি ছাত্রদের মধ্যে কেউ অন্যায় আচরণ করলে নিজেদের পরিচালিত বিচারসভায় বিচার হয়েছে। শাস্তি দিতে হলে তারাই দিয়েছে।

'দেশের মাটির সঙ্গে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য দেশকে গড়ে তোলা, তা কিছুতেই সফল হতে পারে না। ...এই জন্য শান্তিনিকেতনের বিদ্যার্থীদের চোখের সম্মুখে তিনি শ্রীনিকেতনের অনুশীলন কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন।'

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।